প্রথম আলো

তারিখ ... 17 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট

নতুন বিভাগ না খুলে গবেষণায় বরাদ্দ বাড়ান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য ৪৫০ কোটি ৫০ লাখ টাকার যে বাজেট ঘোষণা করেছে, সেটি হয়তো অঙ্কের হিসাবে বেশি নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই অর্থ কোন কোন খাতে ও কী পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটা জানার অধিকার দেশবাসীর আছে। কেননা, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের সিংহভাগ আসে জনগণের করের অর্থ থেকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য ডিগ্রি দেওয়া নয়, বরং জ্ঞানসৃষ্টি, নিরন্তর অনুশীলন ও গবেষণা। আর এসবের জন্য উপযুক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত শনিবার ঘোষিত বাজেটে এই গবেষণা খাতেই সর্বনিম্ন বরাদ্দ করেছে, মাত্র ১ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শর কাছাকাছি বিভাগ ও ইনস্টিটিউট আছে। এই সবগুলোর জন্য গবেষণা খাতে মাত্র সাড়ে চার কোটি টাকার বরাদ্দ খুবই নগণ্য। দু-একটি বাদে দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা আরও শোচনীয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা কিংবা শিক্ষার্থীদের সুবিধাদির ক্ষেত্রে যে বরাদ্দ দিয়েছে, সেসব নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ কম। কিন্তু যেখানে গবেষণায় ১ শতাংশের বেশি বরাদ্দ মেলে না সেখানে নতুন নতুন বিভাগ খোলার কী যুক্তি থাকতে পারে? চলতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চারটি নতুন বিভাগ খোলার ঘোষণা দিয়েছে, যার ভর্তি কার্যক্রম আগামী শিক্ষাবর্ষে শুরু হবে। এই নতুন বিভাগ খোলার উপযোগিতা নিয়ে কি কোনো গবেষণা হয়েছে? বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই নতুন নতুন বিভাগ খোলা হয়। কিন্তু জনগণের করের অর্থে পরিচালিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সেই একই নীতিতে চলতে পারে না। গত দেড়-দুই দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে; তার উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অযৌক্তিক হবে না। নতুন নতুন বিভাগ খোলার চেয়ে প্রতিষ্ঠিত বিভাগগুলোকে সুচারুভাবে চালানো এবং উচ্চতর গবেষণায় মনোযোগ দেওয়াই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য বেশি জরুরি নয় কি?